দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন নীতিমালা (সংশোধিত)

Implementation Manual for Matternity Allowance Distribution Programme for Poor Mother (Revised)

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
২০১৫

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১.০।	পটভূমি	১
২.০।	কর্মসূচির কৌশলগত উদ্দেশ্য	১
৩.০।	কর্মসূচির নাম ও এলাকা	২
৪.০।	বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি	২
	মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কমিটি সমূহ	
৪.১।	জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির	২
৪.২।	মাতৃত্বকাল ভাতা জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটি সদস্য	২
৪.৩।	জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির কার্য পরিধি	২
৪.৪।	বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি	২
৪.৫।	বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধি	৩
৪.৬।	জেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি	৩
৪.৭।	জেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি কার্যপরিধি	৩
৪.৮।	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দায়িত্ববলী	৩
৫.০।	উপজেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি	৩
৫.১।	উপজেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটির কার্যপরিধি	৪
৫.২।	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দায়িত্ববলী	৪
৬.০।	ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি	৪
৬.১।	ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি কার্যপরিধি	৪
	ভাতাভোগী নির্বাচন ও ভাতার অর্থ বিতরণ সংক্রান্ত	
৭.০।	ভাতাভোগীর সংজ্ঞা	৫
৭.১।	ভাতাভোগী হওয়ার শর্ত ও যোগ্যতা	৫
৮.০।	ভাতার মেয়াদ, অর্থের পরিমাণ ও বিতরণ পদ্ধতি	৫
	এনজিও/সিবিও’র তথ্যাবলী সংক্রান্ত	
৯.০	অংশগ্রহণকারী এনজিও’র উপযুক্ততার শর্তাবলী	৫
৯.১	অংশগ্রহণকারী সিবিও’র উপযুক্ততার শর্তাবলী	৬
৯.২	অংশগ্রহণকারী এনজিও’র ভূমিকা	৬
৯.৩	অংশগ্রহণকারী সিবিও’র ভূমিকা	৬
৯.৪	অংশগ্রহণকারী এনজিও/সিবিও’র সার্ভিস চার্জ	৭
৯.৫	অংশগ্রহণকারী এনজিও/সিবিও’র সার্ভিস চার্জ এর পরিমাণ	৭
৯.৬	অংশগ্রহণকারী এনজিও/সিবিও’র সার্ভিস চার্জ এর প্রাপ্যতার শর্তাবলী	৭
১০.০	ভাতাভোগীদের তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতি	৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা ।
Website : www.dwa.gov.bd
E-Mail : dwadhaka@gmail.com

সংশোধিত নীতিমালা

১.০পটভুমিঃ

১.১। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যা ১৫,০৯,১০,৪৪৮ জন। তম্মধ্যে মহিলার সংখ্যা ৪৯.৯৪% । ২৪.৬% লোক দরিদ্র। এর মধ্যে গ্রামে বসবাসরত জনসংখ্যা বেশী। ১৫-৪৯ বৎসর বয়সের মহিলার সংখ্যা ৫১.২%। এদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা খুবই খারাপ। বাংলাদেশ বর্তমানে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। সুতরাং বর্তমান প্রেক্ষাপটে নিরাপদ মাতৃত্ব তথা মা ও শিশু স্বাস্থ্যের ঝুকি মোকাবেলা সহ মা শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস করা অতি জরুরী। এ প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশে শিশু মৃত্যুর হার ২.৩৮% হতে১.৩৭% এ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যের ধারণা শুধুমাত্র মাতৃস্বাস্থ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। মাতৃস্বাস্থ্যের যত্নের বিষয়টি মানবাধিকার ও নৈতিকতার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কীয় বলে এসব বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। (তথ্য ২০১১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী)

১.২। বাংলাদেশ সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাতাভোগীর সংখ্যা, কর্ম এলাকা ও ভাতার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা হবে। প্রসংগত ২০০৫ সালে বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থা ডরপ্ এর উদ্যোগে দেশে সর্বপ্রথম পাইলটাকারে অতি দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচী শুরু হয়। এর ফলশ্রুতিতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে রাজস্বখাত হতে সরকারীভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর মাধ্যমে এ কর্মসূচী শুরু হয়। সেই থেকে কর্মসুচির নাম করন করা হয় ''দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান'' কর্মসূচি। পল্লx অঞ্চলের দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের অসহায়ত্বের কথা বিবেচনা করে তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘব, মা ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে এবং সুষ্ঠু সবল ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রত্যাশায় সরকার মাতৃত্বকাল ভাতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে ২০০৭-২০০৮ অর্থ বছরের বাজেটে ১৭.০০ (সতের কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদানের মধ্য দিয়ে এ কর্মসূচির সূচনা করে। কর্মসূচির শুরুতে ৩০০০ ইউনিয়নের প্রতিটিতে ১৫ জন করে মোট ৪৫০০০ (পয়ঁতাw ল্লশ হাজার) দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের প্রত্যেককে প্রতি মাসে ৩০০.০০(তিনশত) টাকা করে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের মাসিক ৫০০.০০(পাঁচশত) টাকা করে সমগ্র বাংলাদেশের ৪৫৪৭টি ইউনিয়নে ২২০০০০(দুই লক্ষ বিশ হাজার) ভাতাভোগীকে ১৩২.০০ (একশত বত্রিশ কোটি) কোটি টাকা মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে মাতৃত্বকাল ভাতা বাবদ ১৬৯.৪০ (একশত উনসত্তর কোটি চলি-শ লক্ষ) টাকা সমগ্র বাংলাদেশের ৬৪টি জেলা ও ৪৮৮টি উপজেলার অন্ত© গত ৪৫৪৭টি ইউনিয়নের ২৬৪০০০ জন ভাতাভোগীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতি বছর বাজেট বরাদ্দ ও সরকারী ঘোষণার প্রেক্ষিতে ভাতাভোগীর সংখ্যা, ভাতার পরিমাণ ও প্রশিক্ষণ বাবদ সার্ভিস চার্জের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

২.০। কর্মসূচির কৌশলগত উদ্দেশ্যঃ

ক. SDG ১, ৩, ৪, ৫ নং লক্ষ্য অর্জন বিশেষত মা ও শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ।

খ. মাতৃদুগ্ধ পানের হার বৃদ্ধি ।

গ. গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টি উপাদান গ্রহণ বৃদ্ধি।

ঘ. প্রসব পূর্ব, প্রসব কালীন ও প্রসবোত্তর সেবা বৃদ্ধি ।

ঙ. বিভিন্ন টিকা প্রদানের হার বৃদ্ধি।

চ. যৌতুক,তালাক ও বাল্য বিবাহ প্রবণতা রোধ।

ছ. জন্ম নিবন্ধন উৎসাহিত করণ।

জ. বিবাহ নিবন্ধন উদ্বুদ্ধকরণ।

ঝ. বাল্য বিবাহ, শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ।

৩.০। কর্মসূচির নাম ও এলাকা ঃ

''দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান'' কর্মসূচি। সমগ্র বাংলাদেশের সকল ইউনিয়ন। সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাতাভোগীর সংখ্যা, ভাতার পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি করা হতে পারে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় অধীনস্থ মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

৪.০। বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি ঃ

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় দরিদ্র গর্ভবতী মহিলাদের মধ্যে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এ বাস্তবায়ন কাজ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

৪.১। জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি ঃ

হত দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়নে নীতি নির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা প্রদানের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি স্টিয়ারিং কমিটি রয়েছে। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মহা পরিচালক উক্ত কমিটির সদস্য সচিবের দায়িত্ব পালন করবেন।

৪.২ মাতৃত্বকাল ভাতা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটিঃ

১.	সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	চেয়ারম্যান
২.	প্রতিনিধি, অর্থ বিভাগ	সদস্য
৩.	প্রতিনিধি,স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪.	প্রতিনিধি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫.	প্রতিনিধি, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬.	প্রতিনিধি, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	সদস্য
৭.	প্রতিনিধি, পল্লX কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন	সদস্য
৮.	প্রতিনিধি, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য
৯.	পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
১০.	কর্মসূচি পরিচালক, সংW শ্লষ্ট কর্মসূচি, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য
১১.	মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য সচিব

৪.৩ মাতৃত্বকাল ভাতা জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির কার্যপরিধি ঃ

ক. মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির নীতিমালা সংশোধন ও বাস্তবায়ন রূপরেখা চূড়ান্তকরণ।

খ. গর্ভধারিণী মা নির্বাচনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংক্রান্ত ছক প্রণয়ন।

গ. মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর হতে কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রস্তV বনা অনুমোদন।

ঘ. সম বৈশিষ্ট সম্পন্ন সরকারের অপরাপর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের উপায় বের করা। ভাতার মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পর আয়বর্ধক কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার বিষয়টি অগ্রাধিকার পাবে।

ঙ. এনিজিও সমূহের ভূমিকা/অংশগ্রহণ সম্পর্কে নির্দেশিকা প্রণয়ন।

চ. কর্মসূচির সামগ্রিক পরিকল্পনা, বাজেট ও ব্যয় মনিটরিং/মূল্যায়ন।

ছ. দেশী/বিদেশী উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে যোগাযোগ করে আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।

জ. কমিটি বছরে অন্তত দু'টি সভা করবে।

৪.৪ মাতৃত্বকাল ভাতা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটিঃ

ক.	মহা-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	সভাপতি
খ.	পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা	সহ সভাপতি
গ.	প্রতিনিধি, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় (সংW শ্লষ্ট উপসচিব)	সদস্য
ঘ.	প্রতিনিধি, সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
ঙ.	প্রতিনিধি, সংW শ্লষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এনজিও	সদস্য
চ.	প্রতিনিধি, এনজিও ফাউন্ডেশন	সদস্য
ছ.	কর্মসূচি সংW শ্লষ্ট প্রোগ্রাম অফিসার, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য
জ.	কর্মসূচি সংW শ্লষ্ট সহকারী পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	সদস্য-সচিব

৪.৫ মাতৃত্বকাল ভাতা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটির কার্যপরিধিঃ

ক. মাতৃত্বকাল ভাতা বাস্তবায়ন ও মনিটরিং কমিটি জেলা/উপজেলা পর্যায়ে বাস্তবায়িত কর্মসূচির সার্বিক সমন্বয়ের (মনিটরিং/ইভালুয়েশনসহ) দায়িত্ব পালন করবে।

খ. এনজিও/সিবিও নির্বাচন এর যাবতীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন করা।

গ. সহযোগী এনজিও/সিবিও বাছাই ও তাদের কার্য পরিসর নির্ধারণ।

ঘ. অর্থ ছাড়করণ সহ মাঠ পর্যায়ে বিভাজন প্রেরনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।

ঙ. নির্বাচিত এনজিও/সিবিও এর কার্যক্রম মনিটরিং এর ব্যবস্থা (পরিশিষ্ট - ২)।

চ. জাতীয় ষ্টিয়ারিং কমিটির নির্দেশনা অনুযায়ী অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করা।

ছ. কমিটি বছরে অন্তত ৪টি সভা করবে।

৪. ৬ জেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটিঃ

ক.	জেলা প্রশাসক	সভাপতি
খ.	সিভিল সার্জন	সদস্য
গ.	উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল)	সদস্য
ঘ.	উপ পরিচালক সমাজ সেবা অধিদপ্তর	সদস্য
ঙ.	উপ পরিচালক পরিবার পরিকল্পনা	সদস্য
চ.	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
ছ.	সেবা প্রদানকারী এনজিও/সিবিও প্রতিনিধি	সদস্য
জ.	নির্বাচিত ভাতাভোগী ২জন (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
ঝ.	জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৪.৭ জেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটির কার্য পরিধিঃ

ক. জেলা/উপজেলায় বাস্তবায়িত কর্মসূচির তদারকি।

খ. নির্বাচিত এনজিও/সিবিও এর কার্যাবলী মনিটরিং।

গ. মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির আওতায় মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট সকল সমস্যার সমাধান।

ঘ. কমিটি বছরে নূন্যপক্ষে ২টি সভা করবে।

৪.৮ জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দায়িত্বাবলীঃ

ক. জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জেলার আওতাধীন সকল উপজেলার মাতৃত্বকাল ভাতা বাস্তবায়নে সার্বিক দায়িত্ব অর্থাৎ সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

খ. জেলা/উপজেলায় বাস্তবায়িত কর্মসূচির তদারকি।

গ. নির্বাচিত সকল এনজিও/সিবিও এর কার্যাবলী মনিটরিং।

ঘ. মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচির আওতায় যে কোন ধরনের সমস্যা ও সমাধান।

ঙ. জেলায় সদর উপজেলার জন্য আয়ন ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালন।

চ. সদর উপজেলার জন্য প্রোগ্রাম অফিসার নির্বাচিত এনজিও/সিবিও'র কার্যক্রম মনিটরিং ও পারফরমেন্স রিপোর্ট প্রদান।

৫.০ উপজেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটিঃ

১.	উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা)	উপদেষ্টা
২.	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	সভাপতি
৩.	সংW শ্লষ্ট ইউ,পি চেয়ারম্যান	সদস্য
৪.	উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা	সদস্য
৫.	উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা	সদস্য
৬.	উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা	সদস্য
৭.	উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা	সদস্য
৮.	সংW শ্লষ্ট উপজেলা ব্যাংক প্রতিনিধি	সদস্য
৯.	নির্বাচিত ভাতাভোগী ২ জন (উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য
১০.	সংW শ্লষ্ট এনজিও/সিবিও প্রতিনিধি	সদস্য
১১.	উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা	সদস্য-সচিব

৫.১ উপজেলা মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটির কার্য পরিধিঃ

ক. উপজেলায় বাস্তবায়িত কর্মসূচির তদারকি।

খ. নির্বাচিত সকল এনজিও/সিবিও এর কার্যাবলী মনিটরিং।

গ. মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচির আওতায় উপজেলার মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট সকল সমস্যার সমাধান।

ঘ. ইউনিয়ন কমিটি কর্তৃক প্রদেয় ভাতাভোগীর তালিকা যাচাই বাছাই পূর্বক উপযুক্ত ভাতাভোগী নির্বাচন চুড়ামত্ম করা ।

ঙ. কোন অভিযোগ আপত্তি বা ভাতাভোগী নির্বাচন সংক্রামত্ম জটিলতা নিরশনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

চ. ব্যাংক হিসাব খোলা এবং ভাতা বিতরনে উদ্ভত সমস্যা সমাধান।

ছ. প্রত্যেক ভাতাভোগীকে ব্যাংকের হিসাব নম্বরের মাধ্যমে ভাতা পরিশোধ এবং প্রত্যেক ভাতাভোগীর ডাটাবেইজ উপজেলা কার্যালয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করার বিষয়টি তদারক।

জ. এনজিও/সিবিও এর কাজ মনিটরিং।

ঝ. তিন মাসে ১টি সভা আয়োজন তবে বিশেষ প্রয়োজনে তিন মাস পূর্বেই সভা করা যাবে।

৫.২ উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার দায়িত্বাবলীঃ

ক. উপজেলার মাতৃত্বভাতা বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা হিসাবে সার্বিক দায়িত্ব পালন।

খ. ভাতাভোগী নির্বাচনে ব্যাপক প্রচার-প্রচারনার ব্যবস্থা গ্রহণ।

গ. ভাতাভোগী নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন কমিটির নিকট থেকে তালিকা সংগ্রহ যাচাই-বাছাই এবং উপজেলা কমিটির নিকট উপস্থাপন।

ঘ. অনুমোদিত তালিকা অনুযায়ী ভাতাভোগী নির্বাচন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত ডাটাবেইজ ফরমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংরক্ষণ।

ঙ. নির্বাচিত এনজিও/সিবিও এর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং এনজিও/সিবিও'র পারফরমেন্স রিপোর্টে এর প্রতিফলন ঘটানো।

চ. যে কোন সমস্যা সমাধানে ইউনিয়ন ও উপজেলা কমিটির সহযোগিতায় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

ছ. ভাতাভোগীর মেয়াদ শেষ হওয়ার ৬ মাস পূর্বেই মেয়াদ উত্তীর্ন ভাতাভোগী নির্বাচনের তালিকা প্রস্তুতের জন্য ইউনিয়ন কমিটিকে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিবে। ৩ মাস পর ফলোআপ করবে।কোন অগ্রগতি না হলে ৬ মাস অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে ভাতাভোগীর তালিকা উপজেলা কমিটিতে প্রেরণ না করলে উপজেলা কমিটি ভাতাভোগী নির্বাচনে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে এবং একটি অপেক্ষমান তালিকা প্রস্তুত করবে যেন ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হলে সেখান থেকে নির্বাচন করা যায়।

জ. ৬ মাস পূর্বেই সংখ্যা উল্লেখ পূর্বক মেয়াদ উত্তীর্ণ ভাতাভোগী নির্বাচনের জন্য ইউনিয়ন কমিটিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দিক নির্দেশনা পত্র প্রেরন করবে।

৬.০। ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি ঃ

১।	ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান	সভাপতি
২।	সংরক্ষিত মহিলা সদস্য	সদস্য
৩।	ইউনিয়ন সমাজ কর্মী, সমাজ সেবা কার্যালয়	সদস্য
৪।	ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা কর্মী	সদস্য
৫।	ইউনিয়ন ভহমি সহকারী কর্মকর্তা	সদস্য
৬।	প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক প্রতিনিধি (উপজেলা শিক্ষা অফিসার কর্তৃক মনোনীত)	সদস্য

৭।	এনজিও প্রতিনিধি	সদস্য
৮।	সংW শ্লষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সচিব	সদস্য- সচিব

৬.১। **ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটির কার্যপরিধি ঃ**

ক. গর্ভধারীনি মা সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে জরিপ এবং তথ্যানুসন্ধান ।

খ. ইউনিয়ন মাতৃত্বকাল ভাতা কমিটি স্কুল/কলেজ/মাদ্রাসার প্রধান, মসজিদের ইমাম, স্থানীয় কাজী এবং ইউনিয়ন ভূমি সহকারীদের নিকট হতে বয়স, বিবাহ, সন্তV ন সংখ্যা, মাসিক আয়, সম্পদের মালিকানা সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্য সংগ্রহ পূর্বক স্থানীয়ভাবে মাইকিং করে, ওয়েব সাইটে প্রকাশ করে নির্দিষ্ট তারিখে সম্ভাব্য ভাতা প্রার্থীদের উপস্থিতিতে প্রাথমিক বাছাই কাজ সম্পন্ন।

গ. গর্ভধারণ বিষয়ে উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিস বা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অফিসের নিকট হতে বিনামূল্যে সনদ সংগ্রহ।

ঘ. সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা করে আবেদন ফরম(পরিশিষ্ট- ক) পূরণ পূর্বক প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ করে প্রাপ্ত অনাপত্তি এবং সুপারিশসহ সম্ভাব্য তালিকা জেলা/উপজেলা কমিটির কাছে উপস্থাপন।

ঙ. প্রাথমিকভাবে প্রার্থী বাছাই সংক্রান্ত অভিযোগের নিষ্পত্তি করবে। তবে আপত্তি দেখা দিলে তা উপজেলা কমিটিতে নিষ্পত্তির জন্য প্রেরণ।

চ. ভাতাভোগীর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার ৬ মাস পূর্বেই ইউনিয়ন কমিটি মেয়াদ উত্তীর্ন ভাতাভোগী নির্বাচনের জন্য প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবে এবং একটি অপেক্ষমান তালিকাও প্রস্তুত করে রাখবে যেন পবর্তিতে ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হলে উক্ত তালিকা হতে নির্বাচন করা যায়।

৭.০। ভাতাভোগীর সংজ্ঞাঃ

ইউনিয়ন পর্যায়ে বসবাসরত ২০-৩৫ বৎসরের ১ম অথবা ২য় গর্ভধারণকারী হত দরিদ্র মা'গণ যারা নিম্নোক্ত ভাতাভোগী হওয়ার শর্ত পূরণ করবে।

৭.১। **ভাতাভোগী হওয়ার শর্ত ও যোগ্যতাঃ**

ক. প্রথম বা দ্বিতীয় গর্ভধারণকাল (যে কোন একবার)।

খ. বয়স কমপক্ষে ২০ বছর বা তার উর্দ্ধে তবে ৩৫ বছরের উর্দ্ধে নয়।

গ. মোট মাসিক আয় ২০০০/- টাকার নিম্নে।

ঘ. দরিদ্র প্রতিবন্ধী মা অগ্রাধিকার পাবেন।

ঙ. কেবল বসত বাড়ী রয়েছে বা অন্যের জায়গায় বাস করে।

চ. নিজের বা পরিবারের কোন কৃষি জমি, মৎস্য চাষের জন্য পুকুর নেই।

ছ. উপকারভোগী নির্বাচনের সময় অর্থাৎ জুলাই মাসে উপকারভোগীকে অবশ্যই গর্ভবতী থাকতে হবে।

জ. ন্যাশনাল আইডি/জন্ম নিবন্ধন থাকতে হবে।

ঝ. স্থানীয় কমিউনিটি ক্লিনিকের ডাক্তারী সনদ (গর্ভধারণের প্রমান পত্র হিসাবে) থাকতে হবে।

- বর্ণিত শর্তসমূহের মধ্যে কেউ ক, খ,ছ, জ ও ঝ সহ কমপক্ষে ৫(পাঁচ)টি শর্ত পূরণ করলে তার নাম প্রাথমিক তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হবে।
- অধিকতর দরিদ্র অগ্রাধিকার পাবেন।
- প্রথম ও দ্বিতীয় গর্ভের সন্তান গর্ভাবস্থায় বা জন্মের ২(দুই) বছরের মধ্যে মারা গেলে তৃতীয় গর্ভধারণকালে ভাতা প্রাপ্য হবেন।
- একজন ভাতাভোগী জীবনে একবার ২(দুই) বৎসর সময়কালের জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা পাবেন।
- গর্ভপাতের কারণে নির্দিষ্ট চক্র অসম্পূর্ণ থাকলে তিনি পুনরায় গর্ভবতী হলে পরবর্তীতে ২(দুই) বছরের মাতৃত্বভাতা প্রাপ্য হবেন, যদি অন্যান্য শর্ত পূরণ হয়ে থাকে।

৮.০। **ভাতার মেয়াদ, অর্থের পরিমাণ ও বিতরণ পদ্ধতিঃ**

ক. নির্বাচিত গর্ভবতী মা'কে ২(দুই) বছর ব্যাপী প্রতি মাসে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে ভাতা প্রদান করা হবে। (সরকারের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ভাতার পরিমাণ হ্রাস/বৃদ্ধি হতে পারে) ।

খ. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক একাউন্ট পরিচালিত হবে। তারা ভাতার অর্থ রাষ্ট্রায়ত্ব তফসিল ব্যাংক এর মাধ্যমে ভাতাভোগীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে বিতরণ করবেন (৬৪টি জেলার সদর উপজেলায় জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার এ দায়িত্ব পালন করবেন)।

গ. গর্ভধারণ অবস্থায় গর্ভপাত ঘটলে গর্ভপাত পরবর্তী তিনমাস পর্যন্ত ভাতা অব্যাহত থাকবে। সে ক্ষেত্রে অপেক্ষমান তালিকা থেকে নতুন করে ভাতাভোগী নির্বাচন করতে হবে।

ঘ. সন্তv ন জন্মগ্রহণের পর দুই বছরের মধ্যে মারা গেলে সংw শ্লষ্ট মা ২৪ মাস পূর্ণ হওয়ার অবশিষ্ট সময়ের ভাতা পাবেন।

ঙ. নির্বাচিত গর্ভবতী মা দুই বছরের মধ্যে মারা গেলে তার ভাতা প্রদান বন্ধ হয়ে যাবে এবং অন্য কোন গর্ভবতী মা নতুন করে নির্বাচন করা যাবে না। তবে নির্বাচিত গর্ভবতী মায়ের বকেয়া টাকা সংw শ্লষ্ট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রত্যয়ন সাপেক্ষে বৈধ উত্তরাধিকারী (সন্তv ন) পাবে।

৯.০। অংশগ্রহণকারী এনজিও -র উপযুক্ততার শর্তাবলীঃ

ক. সংw শ্লষ্ট তথা ইচ্ছুক কর্ম এলাকায় রেজিষ্ট্রেশনকৃত এবং নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত, ক্ষুদ্রঋণ বা অন্যান্য সমাজ গঠনমূলক কাজে কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

খ. যে জেলায় কাজ করতে ইচ্ছুক সে জেলার রেজিষ্ট্রেশন থাকতে হবে এবং জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার প্রত্যয়ন পত্র সংযুক্ত করতে হবে।

গ. জেলার যথাযথ কর্তৃপক্ষের (মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর/সমাজ সেবা/এনজিও ব্যুরো) এর হালনাগাদ রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।

ঘ. বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদন (বিগত তিন বছরের) স‡ ন্তv ষজনক প্রতীয়মান হতে হবে।

ঙ. তৃণমুল পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

চ. জেলা/উপজেলা পর্যায়ে কার্যালয় এবং উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষ কর্মীবাহিনী রয়েছে এমন এনজিওকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ছ. সরকার/প্রশাসনের সাথে উন্নয়নমুলক কাজে যৌথ অংশীদারিত্বের বা সম্পৃক্ততার পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

জ. Matching Fund প্রদানে সক্ষম এনজিও অগ্রাধিকার পাবে।

ঝ. যে সকল এনজিও ইতোপূর্বে মাতৃত্বকাল ভাতা অনুরূপ কার্যক্রমের বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

৯.১। অংশগ্রহণকারী সিবিও (Community based organization) তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির উপযুক্ততার শর্তাবলীঃ

ক. সংw শ্লষ্ট তথা ইচ্ছুক কর্ম এলাকায় রেজিষ্ট্রেশনকৃত এবং নারী ও শিশুর স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয়ে কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে।

খ. যথাযথ কর্তৃপক্ষের তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর রেজিস্ট্রেশন থাকতে হবে।

গ. বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন ও অডিট প্রতিবেদন (বিগত তিন বছরের) স‡ ন্তv ষজনক প্রতীয়মান হতে হবে।

ঘ. তৃণমুল পর্যায়ে কাজ করার অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সিবিওকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।

ঙ. উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে দক্ষতা ও আন্তরিকতার সহিত কাজ করার আগ্রহ থাকতে হবে।

চ. সিলেকশন প্রাপ্তির ১ সপ্তাহের মধ্যে কর্মী বাহিনীর তালিকা উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।

ছ. যে সকল সিবিও ইতোপূর্বে মাতৃত্বকাল ভাতা অনুরূপ কার্যক্রমের বিষয়ে অভিজ্ঞ তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া যেতে পারে।

৯.২। **অংশগ্রহণকারী এনজিও-র ভূমিকা ঃ**

ক. দরিদ্র গর্ভধারিনী নির্বাচনের জন্য প্রতিবেদনসহ অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।

খ. প্রজনন স্বাস্থ্যসহ জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

গ. প্রসব পূর্বযত্ন (ANC), প্রসব পরববর্তী যত্ন (PNC) এবং প্রসবকাল যত্ন, পরিবার পরিবকল্পনা, মাতৃদুগ্ধ পান, পুষ্টি শিশু পরিচর্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত মটিভেশনসহ স্থানীয় স্বাস্থ্য কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ পূর্বক স্বাস্থ্য বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান।

ঘ সুবিধাভোগী পরিবারের সাথে যোগাযোগ,পরিবীক্ষণ ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান।

ঙ. ভাতা বিতরণে সহায়তা প্রদান।

চ. ঔষধ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় তত্ত্বাবধানও সহযোগিতা প্রদান ।

ছ. ভাতা পরবর্তী সময়ের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে সুফলভোগী পরিবার সমুহকে ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান।

জ. জন্ম নিবন্ধন ও বিবাহ নিবন্ধনের বিষয়ে মহিলাদের অবহিতকরণসহ নিবন্ধনের জন্য সংW শ্লষ্টদের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগিতা প্রদান।

ঝ. এনজিওদের কার্যক্রম জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তদারকি করবেন এবং এনজিওর কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত অধিদপ্তরে প্রেরণ করবেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এনজিওএর সার্ভিস চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত মতামত প্রদান করবেন।

৯.৩। **অংশগ্রহণকারী সিবিও (Community bassed organization) তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর কর্তৃক রেজিষ্ট্রেশনকৃত স্বেচ্ছাসেবী মহিলা সমিতির ভূমিকাঃ**

ক. সিলেকশন প্রাপ্তি সাপেক্ষে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ।

খ. দরিদ্র গর্ভধারিনী নির্বাচনের জন্য প্রতিবেদনসহ অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন।

গ. প্রজনন স্বাস্থ্যসহ জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে প্রয়োজনীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঘ. সুবিধাভোগী পরিবারের সাথে যোগাযোগ, পরিবীক্ষণ ও উপজেলা কমিটিকে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদান।

ঙ. ভাতা বিতরণে সহায়তা প্রদান।

চ. ঔষধ, চিকিৎসা, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে নিবিড় তত্ত্বাবধানও সহযোগিতা প্রদান ।

ছ. ভাতা পরবর্তী সময়ের জন্য আত্ম-কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় ক্ষেত্রে ঋণ প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান।

জ. জন্ম নিবন্ধন ও বিবাহ নিন্ধনের বিষয়ে মহিলাদের অবহিতকরণসহ নিবন্ধনের জন্য সংW শ্লষ্টদের সাথে যোগাযোগের জন্য সহযোগিতা প্রদান।

ঞ. সিবিওর কার্যক্রম জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা তদারকি করবেন এবং সিবিওর কার্যক্রম সংক্রান্ত মতামত অধিদপ্তরে প্রেরন করবেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর সিবিওর সার্ভিস চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত মতামত প্রদান করবেন।

৯.৪। **নিয়োগকৃত এনজিও/সিবিও'র সার্ভিস চার্জঃ**

সফলভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন করলে এবং এ বিষয়ে নির্ধারিত মনিটরিং ফরমেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে (যা মূল্যায়ন করার জন্য চেকলিস্ট অনুস্বরণ করতে হবে পরিশিষ্ট-'ক') পারফরমেন্স রিপোর্ট পাওয়া সাপেক্ষে নিয়োগকৃত এনজিও সিবিও সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে সার্ভিস চার্জ প্রাপ্য হবেন।

জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা স্বাক্ষরিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ৬ মাস পর পর স‡ন্তV ষজনক প্রতিবেদন এর প্রেক্ষিতে সার্ভিস চার্জ প্রদান করা হবে। তবে স‡ন্তV ষজনক কাজ প্রমানের ক্ষেত্রে নিম্ন বর্নিত শর্তাবলী এনজিও/সিবিও কে পুরন করতে হবে। (চুক্তির তারিখ হতে সার্ভিস চার্জ প্রাপ্তি হিসাব করা হবে)ঃ

৯.৫। **অংশগ্রহণকারী এনজিও/সিবিও'র সার্ভিস চার্জ এর প্রাপ্যতার শর্তাবলী ঃ**

ক. জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির সভায় বাধ্যতামূলক ভাবে উপস্থিত থেকে কমিটিকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

খ. সেবা গ্রহীতা ভাতাভোগী মহিলাদের ১০০% প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।

গ. প্রতি ইউনিয়নে নূন্যপক্ষে ০৫ দিন প্রশিক্ষন প্রদান করতে হবে।

ঘ. ভাতাভোগী প্রতি সদস্যের সাথে সার্বিক যোগাযোগ রেখে স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, পুষ্টি বিভিন্ন সচেতনানমূলক প্রশিক্ষণ, জেন্ডার, নারী পুরুষের সমতা ইত্যাদি উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমসহ ঋণ প্রদান, আয়বর্ধক ও বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের সংখ্যা ও হার প্রতিবেদনে উ‡ ল্লখ করতে হবে।

ঙ. ভাতাভোগীদের ডাটাবেজ তৈরী করে সদর কার্যালয়কে হার্ড ও সফটকপি প্রদান করতে হবে (পরিশিষ্ট-৩)। ভাতাভোগীদের ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্য সার্বিক সহযোগীতা করতে হবে।

চ. ব্যাংক হিসাব খোলা এবং ভাতা বিতরনের সময় ব্যাংক এ্যাডভাইজ প্রস্তুতের কাজে এনজিও/সিবিও প্রতিনিধিকে বাধ্যতামূলক উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করতে হবে।

ছ. জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন দিবস ও কার্যক্রমসহ কর্মসুচি সংWশ্লষ্ট কার্যাবলী সম্পাদনে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

জ. প্রশিক্ষণ প্রদানের হার ৮০% হলে স‡ন্তV ষজনক বিবেচনা করা হবে। স‡ন্তV ষজনক বিবেচিত না হলে বিল প্রদান করা হবে না (পরিশিষ্ট-২)।

ঝ. চুক্তিনামা স্বাক্ষরের ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যেই সরবরাহকৃত পরিকল্পনা ছক পুরন করে (পরিশিষ্ট-১) পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর বরাবরে জমা দিতে হবে।

১০.০। **ভাতাভোগীদের তথ্যাদি সংরক্ষণ পদ্ধতিঃ**

ক. জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা উপজেলা কমিটি কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ভাতা প্রাপকদের তালিকা ও আবেদন ফরম সংরক্ষণ করবেন।

খ. রাষ্ট্রায়ত্ব তফসিল ব্যাংকের মাধ্যমে ভাতাভোগীর নির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাবে ভাতা বিতরণ করা হবে।

গ. দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রতি ৬ মাসে একবার উপকারভোগীকে প্রদান করা হবে। তবে কোন অগ্রিম ভাতা প্রদান করা যাবে না।

-: সমাপ্ত :-

ছবি

মুখবন্ধ

নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা প্রদানের জন্য দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাসত্মবায়িত একটি অন্যতম কার্যক্রম। এর মাধ্যমে নিশ্চিত হবে নারীর নিরাপদ মাতৃত্ব যা নারীর মৌলিক মানবাধিকার। বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৪৯.৯৪% মহিলা। তন্মধ্যে ১৫-৪৯ বৎসর বয়সের মহিলার সংখ্যা ৫১.২%। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই গ্রামে বসবাস করে। গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের অজ্ঞতা এবং অসচেতনতার কারণে প্রতি বছর প্রসবকালীন সময়ে অনেক মা ও শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক শিশু ডিজএ্যাবেল হয়ে জন্ম লাভ করে। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ হার প্রকট। অসহায় অবহেলিত জনগোষ্ঠিকে সাহায্য করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতি ভাতাভোগী মাকে ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। সরকারের সিদ্ধামত্ম মোতাবেক বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার অর্থের পরিমাণ ভবিষ্যতে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করি।

এ কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র মায়েরা মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি মাতৃদুগ্ধ পানের উপকারিতা, গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ, প্রসব ও প্রসবোত্তর সেবা বৃদ্ধি,মা ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি, মা ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক, তালাক, বিবাহ ও জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে সচেতন হওয়ারও সুযোগ পাচ্ছেন। এ কর্মসূচি গর্ভবতী মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে সহায়তা করছে।

আনন্দের বিষয় এই যে, জাতিসংঘ ঘোষিত লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলদেশে শিশু মৃত্যুর হার ২.৩৮% হতে ১.৩৭% এ হ্রাস পেয়েছে। এই পুসিত্মকার তথ্যাবলী ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলাসহ মাঠ পর্যায়ে সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা, এ সংক্রামত্ম কমিটি সমূহের সভাপতি ও সদস্যবৃন্দ এবং নির্বাচিত এনজিও/সিবিও সমূহের জন্য এই কর্মসূচি বাসত্মবায়নে সহায়ক হবে।

সকলের সহযোগিতায় সাফল্যজনক ভাবে কর্মসূচিটি বাসত্মবায়নের সাথে সাথে মা ও শিশুর জীবন আরো নিরাপদ এবং মানবতার জয় হউক এই কামনা করি। বেসরকারী সহযোগী সংস্থা সহ মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের যে সকল কর্মকর্তা এই নীতিমালা প্রণয়নে ও পুসিত্মকা প্রকাশে সহযোগিতা করেছে তাদেরকে জানাই আমত্মরিক ধন্যবাদ।

(নাছিমা বেগম এনডিসি)
সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বাণী

ছবি

বাংলাদেশে নারী সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পর্যায়ে ব্যাপক কার্যক্রম বাসত্মবায়ন করে চলছে। বাসত্মবায়িত কার্যক্রমের মধ্যে ''দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান'' কর্মসূচি অন্যতম। গর্ভবতী এবং প্রসূতি নারীর মৌলিক উন্নয়নে সরকারি পর্যায়ে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর একটি গুরম্নত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। মা ও শিশুর মৃত্যু হার হ্রাস, পুষ্টিকর খাবার গ্রহণসহ গর্ভবতী নারীর সার্বিক উন্নয়নে মাঠ পর্যায়ে সরকারের বাসত্মবায়নকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়াধীন মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর মাধ্যমে ৬৪ টি জেলা এবং জেলাধীন উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে ২০০৭ সাল থেকে কার্যক্রমটি পরিচালিত হয়ে আসছে।

নীতিমালায় চলমান কার্যক্রমের উলেস্নখযোগ্য দিক নির্দেশনা সমূহ তুলে ধরা হয়েছে। যার যথাযথ প্রয়োগ ও বাসত্মবায়নের মাধ্যমে সমাজে নারীর অগ্রযাত্রা ও পথচলা আরও মসৃণ হবে। সরকার কর্তৃক গৃহীত এ কার্যক্রমের সাফল্য আমাদের আরো উৎসাহিত করছে আগামী দিনের নারী উন্নয়ন ও ক্ষতায়নের প্রত্যাশা পূরণে। কর্মসূচিটির সংশোধিত নীতিমালা প্রণয়ন ও এর সার্বিক ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সকলকে আমত্মরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(মেহের আফরোজ চুমকি এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

ছবি

শুভেচ্ছাবাণী

নারী উন্নয়ন ও নারী ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা প্রদানের জান্য দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কর্মসূচি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিদ্যমান কর্মসূচি সমূহের মধ্যে অন্যতম। গর্ভবতী এবং প্রসূতি নারীর মৌলিক মানবাধিকার রূপে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা এই কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য। যথাযথ সচেতনতা ও তথ্যের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতি ভাতাভোগী মাকে মাসিক ৫০০.০০(পাঁচশত) টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ভবিষ্যতেও এ কার্যক্রম সম্প্রসারিত হবে। বাজেট প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রতি বৎসর ভাতাভোগীর সংখ্যা ও ভাতার অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়।

২০০৫ সালে বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থা ডরপ্ এর উদ্যোগে দেশে সর্বপ্রথম পাইলটাকারে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি শুরম্ন হয়। এর ফলশ্রম্নতিতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে রাজস্বখাত হতে সরকারীভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর মাধ্যমে এ কর্মসূচি শুরম্ন হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে মোট জনসংখ্যার ৪৯.৯৪% মহিলা। তম্মধ্যে ১৫-৪৯ বৎসর বয়সের মহিলার সংখ্যা ৫১.২%। এদের মধ্যে বেশীর ভাগই গ্রামে বসবাস করে। গর্ভবতী এবং প্রসূতি মায়েদের অজ্ঞতা এবং অসচেতনতার কারণে প্রতি বছর প্রসবকালীন সময়ে অনেক মা ও শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হয় অনেক শিশু প্রতিবন্ধী হয়ে জন্ম লাভ করে। অশিক্ষিত, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ হার প্রকট।

এ কার্যক্রম বাসত্মবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র মায়েরা মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি মাতৃদুগ্ধ পানের উপকারিতা, গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টি খাদ্য গ্রহণ, প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি, যৌতুক নিরোধ, বাল্য বিবাহ বন্ধ ও জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে সচেতন হওয়ার সুযোগ পাবেন।

জাতিসংঘ ঘোষিত লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে বাংলদেশে শিশু মৃত্যুর হার ২.৩৮% হতে ১.৩৭% এ হ্রাস পেয়েছে। বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধিত আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে যাতে করে কার্যক্রম আরো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর নারীর, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা, নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি, নারী-পুরম্নষ বৈষম্য বিলোপ ও সমতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাসত্মবায়ন করছে।

আমি এ কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। বিদ্যমান নীতিমালা সংশোধনে ও পুনঃ প্রকাশে সহযোগিতা প্রদানকারী সকল কর্মকর্তা ও সংশিস্নষ্টদের জানাই আমত্মরিক ধন্যবাদ।

(সাহিন আহ্মেদ চৌধুরী)

মহাপরিচালক (অতি:সচিব)
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর, ঢাকা।

দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা মঞ্জুরীর আবেদনপত্র
প্রথম অংশ

(আবেদনকারী যথাযথ স্থানে স্বাক্ষর/ টিপসহি দিবেন)

বরাবর,
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

বি:দ্র: এনআইডি/জন্ম নিবন্ধন সংযুক্ত করতে হবে।

....

....

পাসপোর্ট সাইজের
সত্যায়িত ছবি

বিষয়ঃ **দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা মঞ্জুরীর জন্য আবেদন**।

মহোদয়,

বিনীত নিবেদন এই যে, আমার বর্তমান বয়স .... বছর। আমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক ঘোষিত ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা হারে মাতৃত্বকাল ভাতা প্রাপ্তির জন্য আবেদন জানাইতেছি এবং এই সূত্রে নিম্নলিখিত তথ্যাদি আপনার সহানুভূতিশীল বিবেচনার জন্য পেশ করিতেছি।

ক) নামঃ

খ) ঠিকানাঃ

বর্তমান ঠিকানাঃ	স্থায়ী ঠিকানাঃ
....	....
....	....
....	....
....	....

আপনার বিশ্বস্থ,
স্বাক্ষর/টিপসহিঃ

নামঃ

গ) স্বাস্থ্যগত অবস্থাঃ

(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য/ টিক চিহ্ন দিন)

☐ (১) প্রথম গর্ভধারণকাল ☐ (২) প্রতিবন্ধী ☐ ৩) বয়স ২০ বছর বা তার উর্দ্ধে

☐ দ্বিতীয় গর্ভধারণকাল

ঘ) আর্থ- সামাজিক অবস্থাঃ

☐ (১) মাসিক ২,০০০/- টাকার নীচে।

☐ (২) দরিদ্র পরিবারের প্রথম রোজগারী মহিলা।

☐ (৩) কেবল বসত বাড়ী রয়েছে বা অন্যের জায়গায় বাস করে।

☐ (৪) নিজের বা পরিবারের কোন কৃষি জমি,মৎস্য আবাদের জন্য পুকুর নেই।

ঙ) শিক্ষাগত অবস্থা ঃ ....

দ্বিতীয় অংশ
মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষের আদেশ

বেগম .... পিতা/স্বামী ....কে

মাসিক .... টাকা হারে দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা মঞ্জুর করা হলো।

ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান স্বাক্ষর (সীলমোহর)	উপজেলা কমিটির সদস্য সচিব স্বাক্ষর (সীলমোহর)	উপজেলা কমিটির সভাপতি স্বাক্ষর (সীলমোহর)

পরিশিষ্ট ‘ক’

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর
৩৭/৩, ইস্কাটন গার্ডেন রোড, ঢাকা।
Website: www.dwa.gov.bd

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরাধীন ‘‘দরিদ্র মার জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান’’ কর্মসুচির প্রশিক্ষণ পর্যবেক্ষণ সংক্রান্ত চেকলিস্টঃ

জেলাঃ

উপজেলা ঃ

এনজিও/সিবিও এর নাম ও ঠিকানাঃ

ক্রমিক নং	পর্যবেক্ষণের বিষয়	সর্বোচ্চ স্কোর	প্রাপ্ত স্কোর
ক)	প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু	২০	
খ)	প্রশিক্ষণের জ্ঞান ও উপস্থাপন দক্ষতা	২০	
গ)	প্রশিক্ষণ উপকরণ ও পদ্ধতি	২৫	
ঘ)	প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা	৩৫	

পর্যবেক্ষণকারীর নামঃ

পদবীঃ

স্বাক্ষরঃ

তারিখঃ

সাধারণ গাইড লাইনঃ

- প্রশিক্ষণ মনিটরিং এ নির্ধারিত মনিটরিং কর্মকর্তা/প্রতিনিধি শুরম্ন হতে শেষ পর্যমত্ম উপস্থিত থাকবেন।
- প্রশিক্ষণ প্রস্ত্ততি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য প্রশিক্ষণার্থীর তালিকা, উপকরণ ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করবেন। এছাড়া প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, প্রশিক্ষণ, স্থান, সময় সম্পর্কে জানতে ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে।
- প্রশ্নমালা, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণের জ্ঞান পূর্বে ও পরে নির্ণয় করবেন।
- প্রশিক্ষণের বিষয়বস্ত্ত সম্পর্কে ফলোআপ ও সুপারিশ করবেন।
- চূড়ামত্ম স্কোর প্রদানের পূর্বে ফলোআপ নিয়ে প্রশিক্ষণের সাথে আলোচনা করতে হবে।

পর্যবেক্ষণকারীর নাম ও সংস্থাঃ

পদবীঃ

তারিখঃ

জেলাঃ

উপজেলাঃ

ইউনিয়নঃ

গ্রামঃ

প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থার নাম ও ঠিকানাঃ

প্রশিক্ষণের নামঃ

প্রতি ব্যাচে অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ

প্রকৃত অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যাঃ

প্রশিক্ষণের ধরনঃ

প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা	সচেতনতা/স্কিল ট্রেনিং

পর্যবেক্ষণের বিষয়ঃ ‘‘ক’’	সর্বোচ্চ স্কোর (২০)	প্রাপ্ত স্কোর
ক) প্রশিক্ষণের বিষয় বস্ত্তঃ আলোচিত বিষয় সমূহ প্রাথমিক স্বাস্থ্য/সচেতনা আয়বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (প্রশিক্ষণ মডিউলের উ‡ ল্লখিত বিষয়বস্তুর সাথে সংগতিপূর্ণ)		

মন্তব্যঃ		মোট প্রাপ্ত স্কোর

পর্যবেক্ষণের বিষয়ঃ ‘‘খ’’		**সর্বোচ্চ স্কোর (২০)**	**প্রাপ্ত স্কোর**
১।	প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত ব্যাখ্যা সহ বিষয়বস্তু আলোচনা করেছেন। ব্যাখ্যা ও তথ্য উপাত্ত আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন	**৫**	
২।	প্রশিক্ষণ এবং অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল	**৫**	
৩।	প্রশিক্ষকের উপস্থাপনা প্রশিক্ষণ উপযোগী	**৫**	
৪।	প্রশিক্ষক এবং অংশগ্রহণকারীদের পারস্পরিক যোগাযোগ তথ্য আদান প্রদান মনোনয়ন ইত্যাদি গ্রহণযোগ্য	**৫**	

মন্তব্যঃ		মোট প্রাপ্ত স্কোর

পর্যবেক্ষণের বিষয়ঃ ‘‘গ’’ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ও উপকরণঃ		**সর্বোচ্চ স্কোর (২৫)**	**প্রাপ্ত স্কোর**
১।	প্রশিক্ষণ উপকরণ যেমনঃ ক্লিপ চার্ট পোষ্টার,ছবি ইত্যাদি পর্যাপ্ত	**১০**	
২।	পর্যাপ্ত বসার জায়গা আলো, বাতাস, পানি, বাথরুম ব্যবস্থা রয়েছে	**৫**	
৩।	মডিউল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পদ্ধতি	**৫**	
৪।	প্রশিক্ষণ কক্ষের পরিবেশ	**৫**	

মন্তব্যঃ		মোট প্রাপ্ত স্কোর

পর্যবেক্ষণের বিষয়ঃ ‘‘ঘ’’ পরিবেশ ও ব্যবস্থাপনা		**সর্বোচ্চ স্কোর (৩৫)**	**প্রাপ্ত স্কোর**
১।	প্রশিক্ষক সময় ব্যবস্থাপনা করেছেন	১৫	
২।	প্রশিক্ষকের সময় ব্যবস্থাপনা সঠিক ছিল	৫	
৩।	প্রশিক্ষক অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি রেকর্ড করেছেন	৫	
৪।	অংশগ্রহণকারীদের উপস্থিতি (১০০% - ৯০%)=১০ (৯০%- ৭০%) =৮ (৭০% -৫০%) =৬ ৫০% ≤ ৪	১০	
মন্তব্যঃ		মোট প্রাপ্ত স্কোর=	

ছবি

শুভেচ্ছা বাণী

নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষতায়নের লক্ষ্যে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা প্রদানের জন্য দরিদ্র মা'র মাতৃত্বকাল ভাতা কর্মসূচি মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় তথা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের বিদ্যমান কর্মসূচি সমূহের মধ্যে অন্যতম। গর্ভবতী এবং প্রসূতি নারীর মৌলিক মানবাধিকার রূপে নিরাপদ মাতৃত্ব নিশ্চিত করা এই কার্যক্রমের প্রধান লÿ্য। যথাযথ সচেতনতা ও তথ্যের অভাবে অনেক ÿÿত্রে গর্ভবতী মায়ের মৃত্যু ঘটে। বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব তহবিল হতে দরিদ্র গর্ভবতী মায়েদের সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নির্বাচিত প্রতি ভাতাভোগী মাকে মাসিক ৫০০(পাঁচশত) টাকা হারে ২২০০০০ জন মায়ের জন্য ১৩২.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে ও এই কার্যক্রম ্. . হবে।বাজেট প্রাপ্তি সাপেÿÿ প্রতি বৎসর ভাতাভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে।

এ কার্যক্রম বাসত্মবায়নের মাধ্যমে দরিদ্র মায়েরা মাতৃত্বকালীন আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি মাতৃদুগ্ধ পানের উপকারিতা, গর্ভাবস্থায় উন্নত পুষ্টি খাদ্য গ্রহণ, প্রসব পূর্ব, প্রসবকালীন ও প্রসবোত্তর সেবা বৃদ্ধি, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ সম্পর্কিত তথ্যাদি, যৌতুক নিরোধ, বাল্য বিবাহ বন্ধ ও জন্ম নিবন্ধন বিষয়ে সচেতন হওয়ার ও সুযোগ পাবেন। এ কর্মসূচি গর্ভবতী মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাসে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

২০০৫ সালে বিশ্ব মা দিবস উপলক্ষ্যে বেসরকারী সংস্থা ডরপ এর উদ্যোগে দেশে সর্বপ্রথম পাইলটকারে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান কর্মসূচি শুরু হয়। এর ফলশ্রুতিতে ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে রাজস্ব খাত হতে সরকারী ভাবে মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর এর মাধ্যমে এ কর্মসূচি শুরু হয়।

একটি শিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের সঠিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন ৬ মাস বয়স পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ পান ও ৬ মাস বয়স থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি ঘরে তৈরী পুষ্টিকর খাবার প্রদান। জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ালে নবজাতকের মৃত্যুর হার শতকার ৩১ ভাগ কমে যায় ৬ মাস পর্যমত্ম শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ালে শিশু অসুস্থ হয় না স্বাস্থ্যবান হয়ে বড় হয় এবং শিশু মৃত্যুর হার শতকরা ১৩ ভাগ কমে যায় শিশুর ৬ মাস বয়সের পর মায়ের দুধের পাশাপাশি সুষম পুষ্টিকর খাবার দেয়া হলে শিশুর মৃত্যুর ঝুকি আরো ৬%কমে যায় যা সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্র MDG অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। একটি দেশের সার্বিক উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের নারী পুরুষের সমতার উপর। আমাদের দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীকে উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন রেখে এ দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন অসম্ভব নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের ÿমতায়নে বর্তমান সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের কাছে অনুকরণীয় মডেল।

মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল (MDG) দারিদ্র বিমোচনে কৌশল পত্র, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরÿা, নারী নির্যাতন ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ, সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধাদি, নারী-পুরম্নষ বৈষম্য বিলোপ ও সমতামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার ÿÿত্রে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য মা ও শিশু স্বাস্থ্য পুষ্টি, মা ও শিশু মৃত্যু হার হ্রাস, জন্ম ও বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। এ লÿÿ্য বিভিন্ন এনজিও/সিবিওদের মনোনিত করে যৎসামান্য সার্ভিস চার্য প্রদানের মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে গর্ভবতী মা'দের প্রশিÿণ প্রদান করা হয়। ইতিপূর্বে বিভিন্ন এনজিও/সিবিও যার যার মত করে প্রশিক্ষণ দিত। এ সমস্যা গুলিকে সমাধানের লÿÿ্য সমন্বিত আকারে একই পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য ১টি গাইড লাইন হিসাবে প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে। যতদুর সম্ভব বিভিন্ন বিষয় সংযোজন পূর্বক একটি ধারনা মূলক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে। কোন ভূল ভ্রামিত্ম ধরা পড়ে তবে তা আমাদের নজরে আসলে পরবর্তিতে সংশোধন করা হবে। প্রশিÿণ ম্যানুয়ালটি যদি প্রশিÿক ও প্রশিক্ষণার্থীদের কাজে আসে তবে আমরা কৃতার্থ বলে মনে করবো।

আমি এই কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি। এই প্রশিÿণ ম্যানুয়াল প্রণয়নে ও পুস্তিকা প্রকাশে সহযোগিতা প্রদানকারী সকল কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্টদের জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

(সাহিন আহ্মেদ চৌধুরী)
মহাপরিচালক (অতি: সচিব)
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, ঢাকা।

পরিশিষ্ট -২

দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল প্রদান কর্মসুচির আওতায় নির্বাচিত এনজিও/সিবিও এর বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

এনজিও/সিবিও এর নাম ঃ
এনজিও/সিবিও এর ঠিকানা ঃ
জেলার নাম ঃ
উপজেলার নাম ঃ

প্রতিবেদন মাসঃ

ইউনিয়নের সংখ্যা	ভাতাভোগীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত বিবরণ			সভায় উপস্থিতির বিবরণ		ব্যাংকের মাধ্যমে ভাতা বিতরন সংক্রান্ত তথ্যাবলী		অন্যান্য বিষয়াবলী				সার্বিক মন্তব্য	
		প্রশিক্ষনের বিবরন ও দিনের সংখ্যা	বাস্তব (দিন)	শতকরা হার	সংখ্যা	বাস্তব (%)	পরিকল্পনা (দিন)	বাস্তব (%)	কার্যক্রমের নাম	পরিকল্পনা	বাস্তব	শতকরা হার	স‡ স্তv ষ জনক	কাজ করে নাই
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
									ক)					
									খ)					
									গ)					
									ঘ)					

জেলা/উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

সন্তোষজনক কাজের ক্ষেত্রেঃ

ক) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত শতকরা হার, সভা সংক্রান্ত তথ্যাবলী (%) এবং ব্যাংকের মাধ্যমে ভাতা বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী (%) এর গড় হার নির্ণয় করতে হবে।
খ) সর্বনিম্ন ৮০% হলে স‡ স্তv ষজনক বুঝাবে।
গ) প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজে ৮০% এর নীচে হলে স‡ স্তv ষজনক বলে গণনা করা হবে না।

পরিশিষ্ট ৩

"দরিদ্র মা'র জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান" কর্মসূচির সুবিধাভোগীদের ডাটাবেজ সংক্রান্ত তথ্যাবলী ফরম্যাট

ক্রমিক নং	আবশ্যকীয় উপাত্ত												ঐচ্ছিক উপাত্ত							
	আইডি নং	নাম		মাতার নাম	পিতার নাম	জন্ম তারিখ	জন্ম স্থান	জাতীয়তা	জেন্ডার	ধর্ম	বর্তমান ঠিকানা	স্থায়ী ঠিকানা	যে নামে পরিচিত	রক্তের গ্রুপ	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বৈবাহিক তথ্যাবলী	অসামর্থ্য	জাতীসত্তা	প্রবাসী বাংলাদেশী কি-না	বায়োমেট্রিক তথ্যাবলী
		বাংলা	ইংরেজী																	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১